বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 13, Issue 04, 2022

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিএলআরআই-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

মাছ, মাংস, ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি। প্রাণিসম্পদ খাত আমাদের বার্ষিক জিডিপিতে বড় ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ও বর্তমান সময়ে যদি আমরা মাথাপিছু দুধ, ডিম ও মাংসের প্রাপ্যতা বিবেচনা করি তবে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো এইখাতে কতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই অগ্রগতির পিছনে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিএলআরআই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। তবে কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের দিকেও আমাদের গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে 'বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-২০২২' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি একথা বলেন।

গত ১৩/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকালে বিএলআরআই এর মূল কেন্দ্র সাভারে দুই দিনব্যাপী 'বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-২০২২' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) জনাব এটিএম মোস্তফা কামাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ

গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ বলেন, বিএলআরআই এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে গবেষণার মাধ্যমে জাতির জন্য ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে । আমাদের যতটুকু বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা আছে, সেটুকু নিয়েই কাজ করতে হবে। সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি যাতে সঠিকভাবে মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে। ছোট ছোট কাজগুলো আরেকটু আন্তরিকতার সাথে করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, বিএলআরআই বর্তমান সরকারের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। একই সাথে উন্নত বাংলাদেশের ২০৪১ সালের জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও বিএলআরআই কাজ করে চলেছে। আরসিসিকে জাত হিসেবে অচিরেই ঘোষণা করা হবে। আগামী বছরের মধ্যেই মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুইটি ভ্যারাইটির ভ্যালিডেশন কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। প্রাণিরোগ দমনে সাধারণ কৃষকের চাহিদা পূরণে এলএসডি ভ্যাকসিনসহ বিভিন্ন ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যেও বিএলআরআই কাজ করে চলেছে। কৃত্রিম প্রজননের প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে এমন প্রযুক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে যা কম খরচে ও খুব সহজে ভ্রাম্যমান পদ্ধতিতে ফ্রোজেন সিমেন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

এর আগে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় পবিত্র কোরআন হতে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এর পর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং কর্মশালার সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন বিএলআরআই এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা।
স্বাগত বক্তব্য প্রদানের পরে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ) এবং বিএলআরই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু) প্রযুক্তি দুটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএলআরআই তার জন্মলগ্ন থেকেই দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের অভিলক্ষ্য নিয়ে বিএলআরআই কাজ করে চলেছে। বিএলআরআই এর প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি মোট ৯৩ টি প্যাকেজ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, যা বিভিন্ন সময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তাদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-২০২২ অনুষ্ঠানে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএলআরই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ) এবং বিএলআরই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু) জাত দুটি প্রযুক্তি আকারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-২০২২ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও

খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় কারিগরি সেশন। এবারের কর্মশালায় পাঁচটি সেশনে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম দিনে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস" শীর্ষক প্রথম সেশনে ০৮ (আট) টি, "বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স" শীর্ষক দ্বিতীয় সেশনে ০৬ (ছয়) টি এবং আর্থ-সামাজিক ও ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ" শীর্ষক তৃতীয় সেশনে ০৪ (চার) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ" শীর্ষক চতুর্থ সেশনে ০৭ (সাত) টি এবং "ফিডস, ফডার অ্যান্ড নিউট্রিশন" শীর্ষক পঞ্চম সেশনে ০৫ (পাঁচ) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার পাশাপাশি কর্মশালায় বিভিন্ন গবেষণার উপর মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি পোস্টারও প্রদর্শন করা হয়।

বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ২০২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-২০২২' সমাপনী অনুষ্ঠান গত ১৪/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই এর মূল কেন্দ্র সাভারে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির সমাপনী ঘোষণা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত যুগ্ম সচিব জনাব শাহীনা ফেরদৌসী। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুই দিনব্যাপী চলা এই কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার বলেন, বাংলাদেশ আজকে বটমলেস বাস্কেট থেকে বাস্কেট অব ডেভেলপমেন্টে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে কৃষির অবদান অভূতপূর্ব। সারা বিশ্বেই এই উন্নয়ন দৃশ্যমান। মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশে সবচেয়ে বেশি অবদান এদেশের কৃষিবিদদের। দেশের কৃষি খাত বিকশিত না হলে দেশের কিছুই যে ভালো মতো চলবে না সে কথা বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি কৃষি খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন সময়ে যে চিন্তা করেছিলেন, তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই এসডিজি -৩০এর লক্ষ্যগুলোতে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার বলেন, ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল রিভিউয়ের মাধ্যমে

গবেষণাগুলোকে গ্রেডিং করতে হবে। সবচেয়ে ভালো গবেষণাগুলো নিয়ে প্রচার প্রচারণা বাড়াতে হবে যাতে সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারে আমাদের দেশে কি কাজ হচ্ছে। গবেষণা থেকে সম্প্রসারণ পর্যন্ত যে সকল গ্যাপ আছে তা দূর করতে হবে। গবেষণা ও সম্প্রসারণ সমান গতিতে চলতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমাদের পূর্ণ মেধা ব্যবহার করে দেশকে ভালো কিছু দেওয়ার ভাবনা থেকে কাজ করতে হবে। আমাদের চলমান গবেষণা কার্যক্রমগুলোর পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। এমন গবেষণা করতে হবে যার আউটপুট থাকে। এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে যেন তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়। দেশের প্রান্তিক খামারিদের কাজে লাগে। একই সাথে তরুণ ও আধুনিক খামারিদের চাহিদা বিবেচনায় নিয়েও আমাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। আগামী দিনের গবেষণা প্রকল্পসমূহকে ঢেলে সাজানো হবে, যেন তা টার্গেট পূরণে সহায়তা করে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তা নেওয়া হবে। দুইটি প্রতিষ্ঠান এক হয়ে কাজ করলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

উক্ত আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিএলআরআই এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

১৬/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এরপর মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

এছড়াও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিএলআরআই'তে শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদযাপিত

"শেখ রাসেলঃ নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ পালিত হয়েছে শেখ রাসেল দিবস ২০২২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে জাতীয় দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হয়।

সকাল সাড়ে ৮.৩০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে অস্থায়ী বেদিতে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন মহোদয়ের নেতৃত্বে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা), অতিরিক্ত পরিচালক, সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানগণসহ ইনস্টিটিউটে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

এরপর সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান।

আলোচনা সভায় অতিথিদের পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বক্তব্য রাখেন। এসময় শেখ রাসেলের নির্মল শৈশব, শৈশব জীবনের ঘটনাবলী, শৈশব বয়সেই তার মানসিক বিকাশ, প্রগাঢ় মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে শেখ রাসেল দিবস আয়োজনের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয় এবং শেখ রাসেলসহ জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা ব্যথাভরে স্মরণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, শেখ রাসেল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের সন্তান হবার পরেও তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন অতিবাহিত করতেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর সেই গুণাবলী আরও বিকশিত হতো এবং দেশ একজন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ নেতা পেতো।

এসময় তিনি উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, শেখ রাসেল দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হবে জাতির পিতার সাথে শেখ রাসেলের যে বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, সেই আদর্শকে ধারণ করে নিজের সন্তানদের সাথে সেইরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। যাতে সন্তানরা ভালো-মন্দ সকল কথা বাবা-মায়ের সাথে আলোচনা করে। তাদের ভালো কাজগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের খারাপ কাজগুলোকে বয়সসুলভ স্বাভাবিক ভুল হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করে সেই কাজের ক্ষতিকর দিক বুঝিয়ে বলতে হবে। সন্তানদের সামনে পারিবারিক কলহ করা যাবে না। যার যার জায়গা থেকে নিজের নিজের কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে।

তাহলেই দেশ এগিয়ে যাবে। আর দেশ এগিয়ে গেলেই আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য সকল প্রকার উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারবো, তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারবো। পাশাপাশি এসময় তিনি বিএলআরআই-এ অবস্থিত শিশুপার্কটিকে শেখ রাসেল শিশু পার্ক নামে নামকরণ করার ঘোষণাও প্রদান করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষে শেখ রাসেলসহ জাতির পিতার পরিবারের সকল শহীদ সদস্যের স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন বিএলআরআই-এর কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হাসান।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গত ০৩/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ইনস্টিটিউটের ২৪ (চব্বিশ) জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ জিল্লুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ রাকিবুল হাসান।

স্থানীয় প্রাণিসম্পদ সেবাকর্মী তৈরিতে প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

গত ২০/১১/২০২২ খ্রিঃ হতে ২৬/১১/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশনের উদ্যোগে "স্থানীয় প্রাণিসম্পদ সেবাকর্মী তৈরিতে প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশনের বিভাগীয় প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রেজিয়া খাতুন এবং সার্বিক তদারকির দায়িত্বে ছিলেন শামীম আহম্মেদ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গবেষণা খামার), ডাঃ মোঃ জাকির

হাসান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সাবিনা ইয়াসমিন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন এবং অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণ। বিএলআরআই এর প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে ০২(দুই) জন করে ০৫ (পাঁচ) টি আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে ১০(দশ) জন এবং "বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী" শরীফবাগ, ধামরাই হতে ০৪ (চার) জন সহ সর্বমোট ১৪ (চৌদ্দ) জন উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণে খামারীদের গবাদি প্রাণী পালন, খামার ব্যবস্থাপনা, ঘর তৈরি, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক প্রদান, ঘাস উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মহাপরিচালক মহোদয় খামারীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী খামারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এবং উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

"Cost Effective Pellet Feed for Commercial Goat and Sheep" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ

গত ২৯/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখ "বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী", শরীফবাগ, ধামরাই এ চলমান "এনএটিপি-২" এর অর্থায়নে, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Cost Effective Pellet Feed for Commercial Goat and Sheep" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পটির Validation কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ছাদেক আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ছাগল উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. রেজিয়া খাতুন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন, উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন, এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন। উক্ত মাঠ দিবসে নির্বাচিত খামারিরা পিলেট খাবার খাওয়ানোর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

“শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি” বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৭/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে ইনস্টিটিউটের ৬৪ (চৌষট্টি) জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ জিল্লুর রহমান এবং প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ রাকিবুল হাসান।

উপদেষ্টা
ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. নাসরিন সুলতানা
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম